

## বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

### বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট এর বিগত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য:

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুণগত মান উন্নয়নে সারাদেশে উৎপাদনমুখী ও সেবাদারী সমবায় গঠন, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ১০৯৫ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং ২৫,৭৮৬ হাজার জন নতুন সমবায়ীকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ১৫,৬৬৭টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১,৬৭৫জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। "সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প", "ফ্যামিলীওয়েলফেয়ার প্রকল্প" এর মাধ্যমে ৩০ জন সমবায়ীকে ৪,২০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২,০৯৯ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ( ফেইজ-২) প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২,২৯ (লক্ষ টাকা) ঋণ বিতরণ ও ১৩০ (লক্ষ টাকা) আদায় করা হয়।

### সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

উন্নয়নমুখী ও টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিলেট বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। এ বিভাগে নিবন্ধিত সমবায় এর সংখ্যা প্রায় ৫,১৬৫ টি। নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে পূর্ণ এ বিপুল সমবায়কে নিয়মিত অডিট করা, নির্বিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সদস্যদেরকে দক্ষ ও আন্তরিক সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সমবায়ীগণের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প না থাকায় সমবায়কে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না।

### ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

সমবায় এর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতিগুলোর অবসায়ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করা আগামী অর্থ বছরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য নিবন্ধন বাতিল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া সমবায় সমিতিসমূহকে সক্রিয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি উপজেলা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সমিতি চিহ্নিত করে উৎপাদনমুখী সমিতিতে রূপান্তর করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের নাগরিক সেবা সহজ করা ও ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ সুগম করাও অন্যতম লক্ষ্য। সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের ব্রান্ডিং, বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হবে। এছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সুবিধাবাহিনী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণে সমবায় অধিদপ্তরে প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

### ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ৩৮ টি উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন করা হবে;
- ৩,৮০০ জনকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- বার্ষিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার মোতাবেক ১০০% সমবায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা হবে;